দৈনিক
জনকণ্ঠ

22

তারিখ 18 JAN 2008
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

ক্যাম্পাসে অচলাবস্থার আশঙ্কা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ কারাবন্দী ছাত্র-শিক্ষকদের নিঃশর্ত মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও আবার আন্দোলন শুরু করেছেন। এ দাবিতে শিক্ষার্থীদের ১৮ জানুয়ারির আল্টিমেটাম আজ শুক্রবার শেষ হচ্ছে। আজকের মধ্যে দাবি মেনে নেয়া না হলে আন্দোলনের কঠোর কর্মসূচী ঘোষণা করবে নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মধ্য আগামী সপ্তাহ থেকে ক্যাম্পাসে।

ছাত্রদের আল্টিমেটাম শেষ হচ্ছে আজ॥ শিক্ষকদের আন্দোলন কর্মসূচীও শুরু

করা হচ্ছে। কারাবন্দী ছাত্র শিক্ষকদের নিঃশর্ত মুক্তি ও মামলা

বৃহস্পতিবার থেকে কালোব্যাজ ধারণ ও কালো পতাকা উত্তোলন কর্মসূচী শুরু করেছেন। একই দাবিতে নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দের ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা দু ঘণ্টা ক্লাস বর্জনের পাশাপাশি মানববর্ম রচনা করেছেন। ছাত্রবন্ধুর ব্যানারে একদল শিক্ষার্থী ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করে মৌন মিছিল করেছে। তাদের আহ্বানে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার সব ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করেছেন বলে জানা গেছে।

ক্যাম্পাসে অচলাবস্থার

(প্রথম পাতার পর)

শিক্ষক সমিতির জরুরী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বৃহস্পতিবার থেকে কালোব্যাজ ধারণ কর্মসূচী শুরু করেছেন। শিক্ষকদের বুকে কালোব্যাজ ধারণ করে ক্লাসে যেতে দেখা গেছে। অন্যদিকে সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে শিক্ষকদের পক্ষে অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম কলা ভবনের চূড়ায় কালো পতাকা উত্তোলন করেন। শিক্ষকরা জানান, আগস্টের ঘটনায় দায়েরকৃত সব মামলা প্রত্যাহার এবং কারাবন্দী সকল ছাত্র-শিক্ষকের নিঃশর্ত মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত তাঁদের এ দু'টি কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে। এর পাশাপাশি ২১ জানুয়ারি শিক্ষকরা অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ৩ ঘণ্টার প্রতীকী অনশন করবেন। এক সপ্তাহের মধ্যে দাবি মেনে নেয়া না হলে ২৩ জানুয়ারি শিক্ষকরা সংহতি সমাবেশ করবেন। শিক্ষকরা বলেন, ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির বিষয়ে সরকার বার বার আশ্বাস দিয়েছে, সময় চেয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এখন সরকার বলছে আইনী প্রক্রিয়ায় তাদের মুক্তি দেয়া হবে। এতে বুঝা যাচ্ছে প্রথমে শিক্ষক-ছাত্রদের শাস্তি দেয়া হবে তারপর ক্ষমা করে মুক্তি দেয়া হবে। এটি শিক্ষকের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষকদের দাবি সব মামলা প্রত্যাহার করে ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দিতে হবে। শিক্ষকরা বলেন, এখন আন্দোলন অব্যাহত রাখা ছাড়া আমরা কোন পথ দেখছি না।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলন

নির্যাতন বিরোধী ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যানারে শিক্ষার্থীরা সকাল ১১টার দিকে কলা ভবন, কার্জন হল, চারুকলা ইনস্টিটিউট ও সায়েন্স এনেক্স ভবনে মানববর্ম রচনা করেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা হাতে হাত ধরে পৃথক পৃথকভাবে সব কটি ভবন ঘিরে রাখে। এরপর শিক্ষার্থীরা জড়ো হন অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বলেন, এক একটি ছাত্র আজ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। সরকার আগুন নিয়ে খেলছে। সে আগুনে সরকারেরই হাত পুড়বে। শিক্ষার্থীরা বলেন, কোন আশ্বাস নয়। আল্টিমেটামের মধ্যে সব ছাত্র-শিক্ষককে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে এবং সব মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। অন্যথায় আন্দোলনের কঠোর কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সরকারকে উদ্দেশ করে বলেন, এরপর যদি ক্যাম্পাসে কোন অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও সরকারকেই দায়ী থাকতে হবে। মিরপুর সরকারী বাংলা কলেজের ৩০-৪০ শিক্ষার্থী এ সময় নির্যাতনবিরোধীদের সঙ্গে যোগ দেন। বাংলা কলেজের শিক্ষার্থীরা জানান, আগস্টের ঘটনায় তাদের ৪ সহপাঠির বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। একজন এখন কারাবন্দী। কারাবন্দী সে সহপাঠীসহ সকল ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত তার ও নির্যাতনবিরোধীদের সঙ্গে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

দুপুর দুইটার দিকে নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দের একটি প্রতিনিধি দল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজের সঙ্গে সাক্ষাত করে। তারা মামলা প্রত্যাহারের ব্যাপারে উপাচার্যকে সরাসরি অবস্থান নেয়ার আহ্বান জানায়। উপাচার্য তাদের নতুন কোন কর্মসূচী ঘোষণা না করার অনুরোধ করেছেন।

এদিকে ছাত্রবন্ধুর ব্যানারে একদল শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল ও রাজু চত্বরে সমাবেশ করে। তারা বৃহস্পতিবার সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ডাক দিয়েছিল। তাদের ডাকে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে কোন ক্লাস পরীক্ষা হয়নি বলে খবর পাওয়া গেছে। জানা গেছে, ছাত্রবন্ধু কলাভবন ও কার্জন হলে সকালে তালা ঝুলিয়ে দেয়। তবে পরে শিক্ষকদের উপস্থিতিতে সে তালা খোলা হয়।